



মহালয়ার সকালে রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যদল ত্রিপুরা থিয়েটারের আখাউড়া রোডস্থিত কার্যালয়ে ২০২১ সালের বার্ষিক নাট্যগ্রন্থ ত্রিপুরা থিয়েটার প্রকাশিত হয়। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন এনএসডির ত্রিপুরা সেন্টারের ডিরেক্টর বিজয় কুমার সিং, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী, কমল মজুমদার, বিভু ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।।

নির্মাণ সংস্থার পাপে বন্ধ জাতীয় সড়ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আমবাসা, ৬ অক্টোবর।। এন এইচ আই ডি সি এল এর কর্মকর্তাগণ এবং নিতিন সাই কনস্ট্রাকশন কোম্পানি নামক নির্মাণ সংস্থার বদান্যতায় রাজ্যের জীবন রেখা হিসাবে পরিচিত ৮ নং জাতীয় সড়ক এখন আর চলাচলের উপযুক্ত রইল না। এন এইচ আই ডি সি এল-এর তত্ত্বাবধানে নিতিন সাই কনস্ট্রাকশন কোম্পানি সড়ক

স্থানে ধস নেমে ঘন্টার পর ঘন্টা বন্ধ থাকছে যান চলাচল আর পাহাড়ের ভিতর দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন স্থানে কাদায় ফেঁসে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যানবাহনও। এতে অবশ্য মন্ত্রী, আমলা বা প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সবচেয়ে ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয় মঙ্গলবার দুপুর থেকে। এদিন সকালে একটানা বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টিপাতের ফলে তেতাল্লিশ

অভ্যুত্ত মানুষ যার মধ্যে বহু শিশু-বৃদ্ধও রয়েছে, যারা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছে কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয় জাতীয় সড়কের কাজ হচ্ছে অত্যন্ত নিম্নমানের। রাস্তায় যে স্টোন চিপস ব্যবহার করা হচ্ছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। এমনকি লাইম স্টোনও ব্যবহার হচ্ছে যেগুলির আয়ু সর্বোচ্চ দেড়



বড় করার নামে আঠারোমুড়া পাহাড়ে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে সড়কের পাশের টিলা ভূমি ও গাছপালা কেটে এক যথেষ্ট অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে, যার খোসারত দিচ্ছে রাজ্যের লক্ষ জনতা। অবৈজ্ঞানিকভাবে গাছপালা ও টিলা ভূমি কাটার ফলে হাল্কা বৃষ্টিপাত হলেই স্থানে স্থানে ধস নেমে বন্ধ হয়ে পড়ছে জাতীয় সড়ক। মুন্সিয়াকামী থেকে চামলছড়ার মধ্যবর্তী এলাকায় প্রায় প্রত্যহই কোন না কোনও

মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর পাশের টিলা ভূমি ধসে পড়ে, এতে বেলা ১২ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। এই সংবাদ লেখা অবধি যা স্বাভাবিক হয়নি। ফলস্বরূপ দুই পাশে শতশত যানবাহন সহ বহু যাত্রীসাধারণ পাহাড়ের ভিতর আটকা পড়ে আছে। অবস্থা এমন যে, গাড়ি ঘুরিয়ে পূর্বের ঠিকানায় ফেরত যাবে এমন উ পায়ও নেই। সকাল থেকে মাঝরাতে অবধি পাহাড়ের ভিতর

থেকে দুই বছর। চোখের সামনে এই অনিয়ম চললেও ভুক্তভোগী মানুষ প্রতিবাদে সরব হতে পারছেননা। কারণ ধলাই জেলায় এন এইচ আই ডি সি এল-এর কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই, ফলে এর কর্মকর্তাদের খোঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর রাজ্যের এজেন্সিগুলির দ্বারস্থ হলে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য জবাব হল জাতীয় সড়ক আমাদের এন্ট্রিয়ারের বাইরে। সুতরাং আমজনতার কপালে শুধুই ভোগান্তি।

কৃষক হত্যাকারীদের শাস্তি চায় বামেরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। সারা ভারত কৃষক সভা, গণমুক্তি পরিষদ'র উদ্যোগে আগরতলায় এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপির 'অপশাসনে' কৃষকরা ভালো নেই বলে এদিনের কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিষয়গুলো তুলে ধরেন বক্তারা। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে এবং আসামের খেলপুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদিনের কনভেনশন সংগঠিত হয়েছে। বিজেপি সরকারের মন্ত্রীর গাড়ি কৃষকদের পিষে মারার ঘটনার প্রতিবাদে সারা ভারত কৃষক সভা-সহ বিভিন্ন সংগঠন তাদের কর্মসূচি জারি রেখেছে। এদিনের কনভেনশন

থেকে কৃষক হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। এদিনের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী, মতিলাল সরকার, রাধাচরণ দেববর্মী, রতন দাস, মধুসূদন দাস-সহ অন্যান্যরা। বক্তারা বর্তমান প্রেক্ষিতে কৃষক আন্দোলনের আবহে দেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। জিতেন চৌধুরী বলেন, কৃষকরা অমলাতা। তাদের আন্দোলন চলছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু দেশের সরকার কিংবা প্রধানমন্ত্রী এই আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলার প্রয়োজনবোধ করেননি। এখনও আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলেননি। কৃষক আন্দোলন তেজি

হওয়ায় বিজেপি ভয় পেয়েছে বলে বক্তারা দাবি করেন। জিতেন চৌধুরী বলেন, দেশ এক সংকটে চলেছে। সেই সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য দেশের সকল অংশের মানুষকে নিয়ে একাবদ্ধ লড়াই করতে হবে। জিতেন চৌধুরীর অভিযোগে, বিজেপি শাসনে দেশ অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার আরও দাবি, দেশ যতটা এগিয়েছে বিজেপির আমলে দেশ আরও পিছিয়ে গেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই দেশ যখন সংকটে রয়েছে তেমনি মানুষের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ জিতেন চৌধুরী। তিনি এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে রীতিমতো বিজেপির বিরুদ্ধে

সাঁড়াশি আক্রমণ হানেন। তিনি বলেন, এই সময়ের মধ্যে মানুষের সংকটময় জীবন থেকে কাটিয়ে তুলে তাদেরকে তার অধিকার ভোগ করার রাস্তা খুলে দিতেপারছে না বিজেপি সরকার। মানুষকে সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারছে না। সংকটে জর্জরিত দেশ। এই দেশের মানুষ এখন মুক্তি চান। তাদের কাছে একাবদ্ধ লড়াই দরকার। আর সেই লড়াই দেশ এবং রাজ্যে তেজি করার আহ্বান রাখেন তিনি। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একাবদ্ধ লড়াইয়ের ডাকও দিলেন জিতেন চৌধুরী। তিনি বলেন, এই সরকারকে উৎখাত না করতে পারলে দেশকে রক্ষা করা যাবে না। তাই বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে

দেশকে রক্ষার আহ্বান রাখেন জিতেন চৌধুরী। তিনি দাবি করেন, শুধু দেশের কৃষকরাই নয়, ত্রিপুরায়ও কৃষকরা ভালো নেই। সহায়কমূল্যে ধান কেনার নামে কৃষকদের একটা বিরাট অংশকে বঞ্চনা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। বিজেপি সরকারকে বিজ্ঞপনের সরকার বলেও কটাক্ষ করেন জিতেন চৌধুরী। তিনি দাবি করেন, কোনও একটি প্রকল্প ঘোষণা করেই বাহারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের অধিকার ভোগ করা কিংবা মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ইত্যাদি করতে পারেনি এই সরকার। ত্রিপুরায় বাম আমলে কৃষকদের

দুর্দশা কাটিয়ে তাদের জন্য অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার কৃষকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে তাদের জীবনে সংকট নামিয়ে এনেছে বলে এদিন জিতেন চৌধুরী-সহ অন্যান্য বক্তারা এই ইস্যুতে সরকারের দিকে আঙুল তোলেন। প্রসঙ্গত, এই ইস্যুতে আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগরতলা এবং অন্যান্য জায়গায় কৃষকহত্যার প্রতিবাদে প্রতিবাদ কর্মসূচি জারি রাখা হয়েছে সারা ভারত কৃষক সভা-সহ অন্যান্য সংগঠনের তরফে বলা ভালো, বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন একাবদ্ধ হয়ে কৃষক হত্যার বিচার চাইলো।



বড়জলা আসনের উপনির্বাচনের বিজেপির বিজিত প্রার্থী এসএম দাস তৃণমূল নেতাদের সাথে ফটো সেশনে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এসএম দাসকে বরণ করে নিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

বিষপানে

আত্মহত্যার

চেপ্টা যুবকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, বিশালগড় , ৬ অক্টোবর।। বিষপানে আত্মহত্যার চেপ্টা এক যুবকের। বুধবার সকালে বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকার আকাশ দেবনাথ (২০) বাড়ির লোকজনের আড়ালে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তড়িঘড়ি বাড়ির লোকজন দেখতে পেয়ে আকাশ দেবনাথকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আগরতলা হাঁপানিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মহালয়ার দিন মা-বাবার সঙ্গে বাগড়া করে আকাশ। সেই বগড়া চরম আকার ধারণ করায় পরবর্তী সময়ে যুবক মা-বাবার চোখের আড়ালে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

কেনের ডগায়

গুলিতে বাঁঝরা

দেহ, প্রকাশ্যে

মৃত্যুদণ্ড !

কাবুল, ৬ অক্টোবর।। কেন থেকে দড়ি দিয়ে ঝোলানো তিনটি দেহ। গুলিতে বাঁঝরা, ক্ষতবিক্ষত। অভিযোগ, আফগানিস্তানের হেরাট প্রদেশে একটি বাড়িতে হামলা চালিয়েছিলেন ওই তিন জন। তাই তালিবান প্রশাসন মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছে। বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা এবং তার পর কেনে ঝোলানো পর্যন্ত সর্বই হয়েছে হেরাটের ডেপুটি গভর্নর মৌলানা আহমেদ মুহাজিরের তত্ত্বাবধানে। মুহাজিরের দাবি, লুঠপাটের উদ্দেশ্যে হামলা চালিয়েছিল ওই তিন জন। তাই এমন সাজ। হেরাটের ওবে জেলার ওই ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরে ফের তৈরি হয়েছে বিতর্ক। নব্বইয়ের দশকে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে ‘অপরোধীদের’ প্রকাশ্যে সাজা দেওয়ার ঘটনা ঘটত প্রায়শই। সে দেশের একাধিক স্টেডিয়ামকে বধ্যভূমিতে পরিণত করা হয়েছিল মোল্লা মহম্মদ ওমরের আমলে। মৌলানা আখুন্দজাদার অনুগামীরাও এক পদ্ধতি অনুসরণ করছেন বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, সপ্তাহ দুয়েক আগেও অপহরণে জড়িত থাকার অভিযোগে হেরাটে কয়েক জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করে তালিবান। পরে মেহগুলি একই কায়দায় কেনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সম্প্রতি তালিবানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নূর উদ্দিন তু রাবি খানিয়ে ছেন, দ্বিতীয় দফার তালিবান শাসনেও ‘কম অপরাধের’ শাস্তি হিসেবে অপরোধীদের একটি হাত বা একটি পা কেটে দেওয়ার রীতি বজায় থাকবে।

কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস শুরু আইপিএফটি’র

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। তিপ্রা ন্যাশনালিস্ট এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ রাজ্যভিত্তিক দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী মেবার কুমার জমতিয়া, আইপিএফটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মী,

রাজ্যের ক্ষমতায় থাকলেও অভিযোগ কর্মচারীদের পুরো দাবি দাওয়া মেটাতে পারেনি রাজ্য সরকার। এসব বিষয়গুলো নিয়ে ক্রমশ চাপের মুখে পড়েন গীতা দেববর্মীরা। বর্তমানে ২৫ শতাংশ ডিএ’র ব্যবধান। তাছাড়া অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকেও কর্মচারীদের বঞ্চনা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের কর্মচারীদের একাবদ্ধ করে লড়াই তেজি করতে

রেখে কার্যত আইপিএফটি শক্তি বাড়াতে চাইছে। মেবার কুমার জমতিয়াদের নির্দেশেই এই কর্মচারী সংগঠনটি চলছে। কিন্তু বর্তমান বিজেপি-আইপিএফটি’র সরকার কর্মচারীদের পুরো দাবি মিটিয়ে দিতে পারেনি। ডিএ’র ব্যবধান ২৫ শতাংশ তাছাড়া বদলি নিয়ে তো সমস্যা আছেই। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত কর্মচারীরা। এই প্রেক্ষিতে

মিলিয়ে আইপিএফটি’র কাছে এখন ঘুরে দাঁড়ানোই চ্যালেঞ্জ। তাই আইপিএফটি এবার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে পাঁচ শতাধিক কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে দিল্লি অভিযান সংগঠিত করছে। তার আগে তিপ্রা মথাও থেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে দিল্লি অভিযান সংগঠিত করে জাতীয় স্তরে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে চাইছে। আইপিএফটি’র আগেই তিপ্রা মথা দিল্লির যন্তর মন্তরে অবস্থান কর্মসূচি সংগঠিত করে থেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে জাতীয় স্তরে পৌঁছে দিতে চায়। তাই আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথা-ছাত্র-যুব-শিক্ষক কর্মচারীদের এক মঞ্চ এনে লড়াই তেজি করতে চায়। যদিও ইতিপূর্বে আইপিএফটি ও বিজেপি ছেড়ে অনেকেই যোগ দিয়েছে তিপ্রা মথায়। আইপিএফটিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে রাজসদর। তবে এই ক্ষেত্রে আইপিএফটি ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া চেপ্টা চালাচ্ছে বলেই এখন কর্মচারী সংগঠনের সম্মেলনকেও পাখির চোখ করেছেন মেবার কুমার জমতিয়ারা। সংরক্ষণ নিয়ে রাজ্যের কর্মচারীদের মধ্যেও তীব্র ক্ষোভ চলছে। এই রাজ্যের কর্মচারীদের শুধু আর্থিক বঞ্চনাই নয়, পদোন্নতির ক্ষেত্রেও তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করছে। এই অবস্থায় কর্মচারীদের একাবদ্ধ করে লড়াই তেজি করতে সব রাজনৈতিক দলেই সচেষ্ট আর কর্মচারীদের ভরসা করছে। এমন প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের অনুকূলে রয়েছে কর্মচারী সংগঠন।



আইপিএফটি’র অন্যতম নেত্রী গীতা দেববর্মী-সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের কর্মচারীদের একাবদ্ধ করে নতুন করে বার্তা দিতে চেরাছে আইপিএফটি। এদিনের এই সম্মেলনে মেবার কুমার জমতিয়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে দাবি করেন, বর্তমান সরকার কর্মচারীদের দাবি দাওয়া মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বাম আমলে দীর্ঘ বঞ্চনা ছিল বলে দাবি করেন তিনি। তবে এদিন মেবার কুমার জমতিয়া রাজনৈতিকভাবেও বার্তা দিতে চেরাছেন। আইপিএফটির সমর্থনে থাকা এই কর্মচারী সংগঠন বহুদিন ধরে কাজ করছে। সরকার গঠনের আগেই কর্মচারীদের নিয়ে এই সংগঠন করার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন গীতা দেববর্মী। কিন্তু পাহাড়ে ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বল হয়েছে আইপিএফটি। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও আইপিএফটি’র হয়ে কর্মচারীদের কাজ করার মন্ত্র দিয়েছিলেন গীতা দেববর্মী। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আইপিএফটি বিজেপির সাথে সরকারে এসে

কিছুদিন আগে তিপ্রা মথা তাদের কর্মচারী সংগঠনের ঘোষণা দিয়েছে। কমিটিও গঠন করে এই রাজ্যে তিপ্রা মথার কর্মচারী সংগঠন সাংগঠনিক কাজ করছে। পাহাড়ে গীতা দেববর্মীর উপস্থিতিতে গড়ে উঠা কর্মচারী সংগঠনকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে তিপ্রা মথার কর্মচারী সংগঠন। বর্তমানে তিপ্রা ন্যাশনালিস্ট এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন এই সময়ের মধ্যে কর্মচারীদের একাবদ্ধ লড়াই জারি

কর্মচারীদের অসন্তোষ যে চরমে তা ভালো করে টের পেয়েছে গীতা দেববর্মীরা। এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটির ভরাডুবি রীতিমতো অস্তিত্ব সংকটের মুখে এনসি দেববর্মী, মেবার কুমার জমতিয়াদের। রাজ্যের ক্ষমতায় থাকার সুবাদেও এডিসি নির্বাচনে তাদের শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে। এমনকি এই কর্মচারী সংগঠনটির অন্যতম দায়িত্বে থাকা গীতা দেববর্মীকেও হারতে হয়েছে। সব



দুর্ঘটনায় জখম সঞ্জীব

প্রতিবাদী কলম প্রতিিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। যান দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম মৎস্য দফতরের এক কর্মী। জিবিপি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তার চিকিৎসা চলছে। আহতের নাম সঞ্জীব দাস (৪৫)। লেখুছড়া এলাকায় তিনি থাকেন। বুধবার বাইসাইকেল চেপে তিনি অফিস যাচ্ছিলেন। কৃষি কলেজের সামনে যেতেই একটি বাইক সাইকেলে ধাক্কা মেরে চলে যায়। রাস্তার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে।

ওপারে শুরু পূজা

মাতুল বিল্লাহ চাকা, ৬ অক্টোবর।। শুভ মহালয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ৩২ হাজার ১১৮টি পূজামণ্ডপে বুধবার সকাল ৬টায় মহালয়ার ঘট অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকালে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় মহালয়া। ভোরে চণ্ডীপারের মধ্য দিয়ে মর্ত্যলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয় দেবীকে। এর মধ্য দিয়েই দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতারও শুরু হলো। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী উপস্থিত ছিলেন। এদিন ঢাকার গুলশান-বনানী সার্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বনানী মাঠে মহালয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথা এ সম্প্রদায়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এসময় তিনি বলেন, আমাদের এ দেশ অজিত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে। সাম্প্রদায়িক রাস্তাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে অসাম্প্রদায়িক বাঙালিদের জন্য একটি রাস্তা

প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের দেশ রচিত হয়েছে। সব ধর্মের বাণী হচ্ছে - মানুষের কল্যাণ। এমনকি কোনো কোনো ধর্ম জীবনে কল্যাণের স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি সকাল ৯টায় বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকালে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় মহালয়া। ভোরে চণ্ডীপারের মধ্য দিয়ে মর্ত্যলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয় দেবীকে। এর মধ্য দিয়েই দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতারও শুরু হলো। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী উপস্থিত ছিলেন। এদিন ঢাকার গুলশান-বনানী সার্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বনানী মাঠে মহালয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথা এ সম্প্রদায়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এসময় তিনি বলেন, আমাদের এ দেশ অজিত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে। সাম্প্রদায়িক রাস্তাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে অসাম্প্রদায়িক বাঙালিদের জন্য একটি রাস্তা